BCC&I
THE BENGAL CHAMBER

Transforming North Bengal- An Industry Vision

Date: 31st March 2021

MEDIA DOSSIER

PRINT MEDIA: UTTARBANGA SANGBAD, PRABHAT KHABAR

ELECTRONIC MEDIA: DOORDARSHAN

চা শিল্প রক্ষায় নতুন চারা রোপণের পরামর্শ

অদ্রি গড়াই

কলকাতা, ৩১ মার্চ : শিল্প বিকাশের যাবতীয় রসদ মজুত থাকা সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গে বেসরকারি বিনিয়োগ আশানুরূপ নয় কেন? বুধবার কলকাতায় এই 'পুরোনো' প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করল বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিসিসিআই)। আর সেই অনুসন্ধান পর্বে রাজ্যে চা শিল্পের উদ্বেগজনক ছবিটা সামনে এল। বণিকসভার উত্তরবঙ্গ কমিটির উদ্যোগে এদিন 'ট্রাপকরিং নর্থবেঙ্গল' আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়, বিসিসিআইয়ের সভাপতি দেব এ মুখোপাধ্যায়, উত্তরবঙ্গ কমিটির চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ মহিন্দ্রা, শিল্পপতি জগদীপ গুরুং, বণিকসভার স্বাস্থ্য সংরক্ষণ কমিটির প্রধান রবীন চক্রবর্তী, ব্রান্ড কমিটির চেয়ারপার্সন অনুপ জন প্রমুখ।

উত্তরবঙ্গে বিনিয়োগের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রায় সবাই পরিবেশবান্ধব শিল্পের পাশাপাশি 'থ্রি টি' (টি, টিম্বার, টুরিজম)-র অন্যতম চা শিল্পকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। গত তিন দশক ধরে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত জগদীপ গুরুং। দার্জিলিং ও ডুয়ার্সের চা বাগানের সমস্যাগুলি তুলে ধরেন তিনি। গুরুং জানান, গত কয়েকবছরে উত্তরবঙ্গে চায়ের উৎপাদন এক-তৃতীয়াংশ কমেছে। অথচ মানবসম্পদ এক রয়ে গিয়েছে। অধিকাংশ বাগানের বয়স ৫০ বছরের বেশি হওয়ায় চায়ের গুণগত মানে প্রভাব পড়েছে। চা শিল্পকে দীর্ঘমেয়াদে বাঁচিয়ে রাখতে নতুন চারাগাছ রোপণের পরামর্শ দেন তিনি। চা গাছের চারা উৎপাদনক্ষম হতে ৯ বছর সময় লাগে। ওই সময় পর্যন্ত গাছ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারি সাহায্য জরুরি বলে জানান তিনি।

গুরুংয়ের বক্তব্য, গাছের বয়স কম হলে একদিকে যেমন বেশি পাতা পাওয়া যায়, তেমনই চায়ের গুণমান ভালো হয়। তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ চা বাগান এখনও ব্রিটিশ আমলের পরিকাঠামো ব্যবহার করছে। উৎপাদন ও চায়ের গুণমানে যার প্রভাব পড়ছে।' চা শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের পক্ষেও সওয়াল করেছেন তিনি। চিনের অনুকরণে এলাকা ভিত্তিক বিশেষ ধরনের চা চাষে গুরুত্ব দিয়েছেন গুরুং। তিনি জানান, চিনে ৯ ধরনের চায়ের উৎপাদন হয়। অথচ উত্তরবঙ্গে ১ হাজার ফুট থেকে ৬ হাজার ফুট উচ্চতায় একটি মাত্র ধরনের চা চাষ হয়ে থাকে।

চায়ের পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব শিল্প গড়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন দেব এ মুখোপাধ্যায়। তাঁর মতে, শিল্পের বিকাশের জন্য আর্থ-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছাড়াও, প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ভূমিকা রয়েছে। এর ভিত্তিতে উত্তরবঙ্গের ৮ জেলায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'পুবে তাকাও' নীতিতে উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে জানান রাজ্যপাল ধনকর। বিশ্বজিৎ মহিন্দ্রা তাঁর বক্তব্যে জেলা ভিত্তিক শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করার কথা বলেন। নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশের সঙ্গে এই অঞ্চলের যোগাযোগ পরিকাঠামো উন্নত করার পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। চা ছাড়াও উত্তরবঙ্গে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পর্যটন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা কেন্দ্রিক পরিকাঠামো তৈরির বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা। চিকিৎসক রবীন চক্রবর্তীর মতে, উত্তরবঙ্গে শিল্পায়ন হলে ৩টি প্রতিবেশী দেশ সহ গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে তার বাজার গড়ে উঠবে। বদলে যাবে ৮ জেলার অর্থনৈতিক চালচিত্র।

'ट्रांसफॉर्मिंग नॉर्थ बंगाल : एन इंडस्ट्री विजन' पर परिचर्चा

कोलकाता. बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बुधवार को 'ट्रांसफॉर्मिंग नॉर्थ बंगाल : एन इंडस्ट्री विजन' विषय पर कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जहां क्षेत्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुये विभिन्न संभावनाओं और कारकों पर चर्चा की गयी. मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल जगदीप धनखड़ मौजूद रहे. श्री धनखड़ ने कहा कि उत्तर बंगाल, योग और प्रकृति चिकित्सा केंद्र के रूप में उभर सकता है. इसी के साथ यह क्षेत्र एनइ इंडिया का प्रवेश द्वार है, जिससे अधिक लाभ हो सकता है. इस अवसर पर चैंबर के अध्यक्ष देब ए मुखर्जी ने कहा कि एक जिम्मेदार चैंबर के तौर पर पर्यावरण से समझौता किये बिना आर्थिक विकास को संतुलित करने की आवश्यकता है. समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करते हुए और विकास के योजना के लिये स्थानीय समुदायों के साथ जुड़कर, बेहतर बुनियादी ढांचे और मूल्य चालित व्यापार पर्यावरण प्रणाली के लिए सार्वजनिक खर्च में नीतिगत हस्तक्षेपों के

साथ आगे बढ़ने की जरूरत है.

इस दौरान त्रिपुरा और मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय ने कहा कि उत्तर बंगाल, उत्तर पूर्व भारत के राज्यों से जुड़ा है. सरकार की एक्ट इस्ट नीति के बावजूद, उत्तर बंगाल अविकसित है क्योंकि चीजों में सुधार के लिए दूरदर्शिता और इरादे की कमी है. बंगाल को विकसित करने में सिलीगुड़ी की अहम भूमिका है, क्योंकि यह चार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करता है. कार्यक्रम में उत्तर बंगाल के उद्योगपति योगदीप गुरुंग, इंटरनेशनल बिजनेस एंड कंटेनर फ्रेट सर्विसेज, सेंचुरी प्लाइ के अध्यक्ष आशुतोष जायसवाल, बीसीसीआइ मार्केटिंग एंड ब्रांड कमेटी के अध्यक्ष अनुप हून और स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष डॉ राजिन चक्रवर्ती मौजूद रहे.